দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL. 7 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর মানবিক দৃষ্টি আকর্ষণ

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য ১৩/১১/৯৮ ইং লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ৩/৪/৯৯ ও ৯/৪/৯৯ ইং তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যাহারা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন তাহাদের কিছু সংখ্যককে শিক্ষক পদে ১/৬/৯৯ ইং তারিখে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ ইং সনে প্রাইমারী স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে যাহারা লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন তাহাদের সকলকেই মহাপরিচালক নিয়োগদানের নির্দেশ দেন। প্রকাশ থাকে যে, ১৯৯৭ ইং সনে নিয়োগ বিজ্ঞাপনে প্যানেল তৈরীর কথাটি উল্লেখ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে দুইটি পর্যায়ে সবাইকে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ২/৩/৯৯ ইং তারিখে যাহারা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, আমার মত তাহাদের অধিকাংশের সরকারী চাকুরীর বয়সসীমা শেষ হইয়া গিয়াছে ১-৬-৯৮ তারিখে। এমতাবস্থায় আমাদের ভাগ্যে সরকারী চাকুরী জোটার আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তবে পূর্বের নিয়োগের ন্যায় যদি এবারও প্যানেল তৈরী করা হয় তবে আমাদের যাহাদের চাকুরীর বয়স শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ভাগ্যে একটি চাকুরী জুটিলেও জুটিতে পারে। তাহারা অসহনীয় বেকারত্ব জীবন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। তাই উক্ত বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কৃপা দৃষ্টি কামনা করিতেছি।

মোঃ ইদ্রিস আলী মোল্লা,
গ্রাম+পোঃ- মধ্য নলুয়া,
থানা-বাকেরগঞ্জ,
জেলা-বরিশাল।